1

পথনাটক ঃ

উন্মোচন

– আবুল হোসেন খোকন
(E-mail Address: ahkhokon@gmail.com)

[দুটি কথা–

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বপরিবারে হত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান। এরই ধারাবাহিকতায় ’৮০-এর দশকের শুরুতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন আরেক সামরিক শাসক জেনারেল হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। অবৈধ এবং অসাংবিধানিক এইসব ঘটনার মৌলিক প্রেক্ষাপটকে অবলম্বন করেই ১৯৮৩ সালে ‘উন্মোচন’ পথনাটকটি রচনা করা হয়। এরশাদের সামরিক শাসন চলাকালে দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিয়ে এই পথনাটকটি গেরিলা কায়দার বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা পাবনার শহরাঞ্চলে অর্ধশতাধিক জায়গায় প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে কয়েকটি প্রকাশ্য মঞ্চেও এটি প্রদর্শন করা হয়।

‘উন্মোচন’ মূলত সামিরক শাসনবিরোধী পথনাটক। নাটকটির সংলাপ ও আদল হুবহু অক্ষুণ্ন রেখেই এখানে তুলে ধরা হলো। কারণ এতোদিনে সময় অনেক গড়ালেও আদল এখনও পাল্টায়নি।]

নাট্য চরিত্র ঃ -

উন্মাদ ঃ প্রতীকি পাগল
ড্রাইভার ঃ প্রতীকি মটরযানে চালক
মালিক ঃ প্রতীকি মটরযানের মালিক
সামরিক অফিসার ঃ সামরিক অফিসার
রাজনৈতিক নেতা ঃ রাজনৈতিক নেতা
ধর্মীয় গুরু ঃ ধর্মীয় গুরু

।। প্রথম দৃশ্য ।।

(দৃশ্য চরিত্র ঃ উন্মাদ ও ড্রাইভার)

[মূল পর্দা খোলার পর পিছনের পর্দায় বাংলাদেশের মানচিত্রের মধ্যে যাত্রী বোঝাই বাঁকা, এবরো থেবরো, রং চটা একটি মটরযানের চিত্র দেখা যাবে। চিত্রে বড় করে 'নাটক' শব্দটি লেখা থাকতে পারে। এসময় আনমনাভাবে উন্মাদের প্রবেশ ঘটবে। মঞ্চে প্রবেশ করেই সে সামনের দর্শকদের দেখতে পেয়ে অবাক হবে এবং তারপর ঘুরে পর্দায় টাঙানো চিত্র দেখবে। তারপর আস্তে আস্তে দর্শকদের দিকে ঘুরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বে]

- **উন্মাদ ঃ** হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাহ্ হাহ্ হা। হাহ্ হাঃ হাঃ হাঃ হাহ্ হাঃ। হাঃ হাঃ হাঃ হাহ্। *[আঙুল তুলে দর্শকদের দেখিয়ে]* নরকের কীট সব, বোকার হদ্দরা সব। *[ব্যঙ্গ করে]* নাটক দেখতে এসেছে! ধানমণ্ডি বনানী গুলশানে নতুন নতুন বাড়ি, লেটেস্ট মডেলের গাড়ি! গড়ে উঠছে ব্যাংক-ব্যালেঞ্চের পাহাড়! রাঘব বোয়ালগুলোর গায়ের চর্বি বাড়তে বাড়তে গড়িয়ে পড়ছে!

  [দর্শকদের উদ্দেশ্য করে] আর তোমরা? তোমার-আমার হচ্ছে কি? বলো কি হচ্ছে? আমার চোখের সামনে দালান-কোঠা-বিল্ডিং, একে একে গড়ে উঠছে *[মঞ্চের অন্য একদিকে আঙুলি নির্দেশ করে]* ওদের! *[দর্শকদের উদ্দেশ্য করে]* আর তোমাদের? তোমাদের-আমাদের জমি-জমা ফুরাতে ফুরাতে 'নেই' হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে কোথায় ওগুলো?

  আমাদের শুধু যাচ্ছে, [মঞ্চের অন্য একদিকে আঙুলি নির্দেশ করে] ওদের শুধু বাড়ছে। আমরা মরছি বিনা-চিকিৎসায়, অর্ধাহারে-অনাহারে। কাপড়ের অভাবে লজ্জা ঢাকতে পারি না! কেন? কেন?? দেশে প্রতিবাদ তো কম হচ্ছে না, মিছিল তো কম হচ্ছে না, রক্ত তো কম ঝরছে না! তবে, কেন এ অবস্থা দূর হচ্ছে না? কেন এমন ধারা পাল্টাচ্ছে না? আই ওয়ান্ট নো হোয়াই?

  আমি বলবো, বলবো– *[দর্শকদের প্রতি আঙুলি নির্দেশ করে]* তোমাদের জন্য। তোমরা চোখ বন্ধ করে থাকার জন্য। এ জন্য দায়ী তোমরা। তোমরাই এগুলো ঘাড়ে করে রেখেছো। তোমরা অন্ধ, তোমরা বোবা, তোমরা কালা, হাহ্ হাঃ হাঃ হাঃ ----------।

  আমাকে উন্মাদ মনে করছো? না, নাহ্, আমি উন্মাদ নই। আমি এমন ছিলাম না। আমি যেদিন থেকে চোখে সব দেখতে পাচ্ছি, সেদিন থেকেই কিছু সইতে পারি না। আমি, আমি তোমাদের জন্য এমন হয়েছি। তোমাদের চোখ-কান-বিবেক বন্ধ থাকার জন্য উন্মাদ হয়েছি।

  জানো, আমি একদিন এমন ছিলাম না। সেদিন, তোমাদের মতো সব দেখেও চোখ বুঁজে থাকতাম, সব শুনেও কালা হয়ে থাকতাম, কিছু বলতে যেয়েও *[মঞ্চের অন্য একদিকে আঙুলি নির্দেশ করে]* ওদের ফতোয়ায় মুখ বুঁজে থাকতাম। তোমাদের মতো বাঁচার পথ দেখতাম না। কিন্তু, যেদিন নাটক দেখলাম, সেদিন আমার সব ভুল ভাঙলো, সব দৃষ্টি খুলে গেল। আমি কেমন হয়ে গেলাম! *[কঠোর দৃষ্টিতে দর্শকদের প্রতি]* কিন্তু, তোমরাই শুধু নাটক দেখতে পারলে না। আজ এসেছো নাটক দেখতে? নাটক দেখেই তো আমি তোমাদের ঘৃণা করি। সেই নাটক দেখতে এসেছো তোমরা? কিন্তু, কিন্তু দেখে কী লাভ? বলো কী লাভ? *[আপন মনে]* হ্যাঁ, তবে দেখো। দেখে *[দর্শকদের প্রতি]* চোখ বুঁজে থেকো না।

  [মঞ্চের প্রতিকৃতির দিকে নির্দেশ করে] দেখো, ওই দেখো– একটা মটরযান। বাঁকা, ভাঙা, এবরো-থেবরো, সিট ভাঙা, নাটবল্টু ভাঙা, তার ছোঁড়া, চাকা লিক– মটরযান। এর 'আসল' জিনিস 'ইঞ্জিন'টা, বহুদিন বহুযু-গ থেকে নষ্ট হয়ে আছে। এই ইঞ্জিন কেও সাড়ে না। তাই এ যান– নষ্ট, অকর্মন্য, অথর্ব। জানো, এই যানের আবার মালিক আছে, ড্রাইভার আছে, হেলপার আছে, আছে যাত্রীও। হ্যাঁ, মালিক-

ড্রাইভার-হেলপার মিলিয়ে আছে পাঁচ জন, আর যাত্রী আছে পঁচানব্বই জন। বলতে পারো– এর গন্তব্যস্থল কোথায়?

হাসি পাচ্ছে? হাসি পাচ্ছে না? হেঃ হেঃ হাঃ হাঃ ---------। হ্যাঁ, ঠিকই তো, হাসি তো পাবেই। একটি অচল গাড়ি, তার আবার গন্তব্য! কিন্তু তবু জানার আছে। এই দ্যাখো. দ্যাখো, এসো, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করি।

[মঞ্চের অন্য পাশে লক্ষ্য করে] এ এ এই যে ড্রাইভার সাহেব, শুনুন, শুনুন– *[ড্রাইভারের প্রবেশ]*। আচ্ছা, আপনি তো ড্রাইভার। তা আপনার মটরযানের গন্তব্যস্থল কোথায়?

- **ড্রাইভার ঃ** *[মঞ্চের একদিকে দেখিয়ে]* ওই সামনের স্টেশনে।
- **উন্মাদ ঃ** সামনের স্টেশনে কেমন? কি আছে ওখানে?
- **ড্রাইভার ঃ** কি আবার আছে, কিছুই নেই।
- **উন্মাদ ঃ** আছে, আছে। পিজ, বলুন না স্যার। *[ড্রাইভারের পা জড়িয়ে ধরবে]*
- **ড্রাইভার ঃ** আহ্ হা, ঝামেলা করছো কেন? আমার এখন সময় নেই। *[ড্রাইভার চলে যেতে উদ্যত হবে। উন্মাদ ছুটে ছুটে গিয়ে কাকুতি মিনতি করবে।]*
- **উন্মাদ ঃ** দোহাই লাগে স্যার, আমাকে বলে যান না স্যার।
- **ড্রাইভার ঃ** আচ্ছা পাগলের পালায় পড়লামরে বাবা! তোমার ওসব দিয়ে কী লাভ?
- **উন্মাদ ঃ** এমনি স্যার, এমনি শুনবো স্যার।
- **ড্রাইভার ঃ** হুঁ, ঠিক আছে বলছি। তবে সাবধান, এসব কথা কাওকে বলো না কিন্তু। বিশেষ করে *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওই যাত্রীদের।
- **উন্মাদ ঃ** আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। বলবো না, কাওকে বলবো না স্যার।
- **ড্রাইভার ঃ** ওখানে আছে শান্তি আর সুখ। তোমাদের সবার সুখ জমানো আছে ওখানে। ওখানে আছে ঐশ্বর্য, এক কথায়– বেহেস্ত। ওখানে আমার মালিক থাকেন, আমিও থাকি, হেলপারও মাঝে মাঝে থাকে।
- **উন্মাদ ঃ** ও বুঝেছি, ওই স্টেশনে আপনার মটরযান যাবে? হেঃ হেঃ হেঃ ------। কিন্তু, কিন্তু কী করে? আপনার মটরযান তো অচল!
- **ড্রাইভার ঃ** আহ্ হা, তুমি আসলেই আস্ত পাগল! যানকে চালু রাখার কথা ভাবছো কেন? চালু রাখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে না!
- **উন্মাদ ঃ** মানে স্যার, কিছুই বুঝলাম না।
- **ড্রাইভার ঃ** মানে? হেঃ হেঃ হাঃ হাঃ --------। মানে, তাহলে যানটা স্টেশনে পৌঁছে যাবে না? আর তাহলেই তো সর্বনাশ। ওই সুখ, শান্তি আর বেহেস্তে– যাত্রীরা পৌঁছে যাবে না? তখন? তখন আমার মালিক, আমি কোথায় থাকবো? সুখ কোথায় পাবো? বেহেস্তটা ওরা দখল করে নেবে না?
- **উন্মাদ ঃ** কেন? তাতে দোষ কি স্যার? সবাই বেহেস্তে থাকবেন।
- **ড্রাইভার ঃ** তুমি সত্যিই পাগল! কোথায় পাঁচ জন, আর কোথায় পঁচানব্বই জন! যুগ যুগ ধরে হাতে রাখা আরাম, আয়েশ, অধিকার– পাগলের মতো তুমি *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওদের হাতে ছেড়ে দিতে বলো?
- **উন্মাদ ঃ** আচ্ছা স্যার? ওখানে বেহেস্ত গড়ে উঠলো কেমন করে?
- **ড্রাইভার ঃ** হেহ্ হেহ্ হেহ্ হেঃ হেঃ -------। তাও জানো না? আর তুমি জানবেই বা কেমন করে? আসলে আমার মালিক আর আমরা– বোকা নই। বরং *[দর্শকদের দেখিয়ে]* যাত্রীদের বোকা বানিয়েই, যাত্রীদের সম্পদ দিয়েই ওই বেহেস্ত তৈরি। আমরা *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওদের খাটুনি থেকে খাটুনির দাম মেরে দেই, মটরযার রক্ষণাবেক্ষণের নামে ট্যাক্স নেই, *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]*

ওদের উন্নয়নের কথা বলে– বিদেশি সাহায্য আর ঋণ নেই। এভাবেই ওদের অজান্তে, ওদের সম্পদ দিয়েই– ওই বিশাল বেহেস্ত গড়ে উঠেছে। *[দর্শকদের ব্যঙ্গ করে]* বোকার হদ্দরা কোন দিনও বুঝতে পারবে না যে– এই যানে চড়ে কোনদিনও তারা এগুতে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ -------।

- **উন্মাদ ঃ** ও, বুঝেছি। আসলে আপনারা– যাত্রীদের কোনদিনও স্টেশনে পৌঁছাতে দিতে চান না।
- **ড্রাইভার ঃ** ঠি-ক ধরেছো। আমার মালিকের ইচ্ছায়– মটরযান কোনদিন এগুতে পারবে না। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ -------------।
- **উন্মাদ ঃ** কিন্তু, কিন্তু ব্যাপারটা যদি কোন সময় *[দর্শকদের দিকে ইঙ্গিত করে]* যাত্রীরা বুঝে ফেলে? জেনে যায় স-ব? তখন? তখন কি হবে আপনাদের?
- **ড্রাইভার ঃ** *[কঠোরভাবে]* অসম্ভব। সহজে তা জানতে পারবে না। আর পারলেও ক্ষতি নেই। কিচ্ছু করতে পারবে না। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। দেখবে তা? দেখবে?
- **উন্মাদ ঃ** হ্যাঁ, দেখবো।
- **ড্রাইভার ঃ** তাহলে এসো আমার সাথে। *[উভয়ের প্রস্থান]*

----------- ০ ----------

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

(দৃশ্য চরিত্র ঃ মালিক, ড্রাইভার, রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার ও ধর্মীয় গুরু)

[মঞ্চের পর্দায় মটরযানের প্রতিকৃতি না থাকলেও চলবে। অবশ্য প্রতিকৃতি দ্রুত সড়ানো সম্ভব না হলে রাখা যেতে পারে। দৃশ্যের শুরুতে দেখা যাবে মালিক পাঁয়চারি করছে। তার ঠোঁটে জ্বলন্ত পাইপ। হন্তদন্ত হয়ে ড্রাইভারের প্রবেশ।]

- **ড্রাইভার ঃ** হুজুর, দুঃসংবাদ।
- **মালিক ঃ** দুঃসংবাদ! কীসের দুঃসংবাদ ড্রাইভার?
- **ড্রাইভার ঃ** যাত্রীরা শ্লোগান দিচ্ছে, মিছিল করছে।
- **মালিক ঃ** কী চায় ওরা?
- **ড্রাইভার ঃ** ওরা, ওরা মটরযানের লিক সাড়াতে, নাটবল্টু লাগাতে বলছে, ছোড়া তার জোড়া লাগাতে বলছে, সিট সাড়তে বলছে। কেও কেও ------- *[ইতস্তত করবে]*
- **মালিক ঃ** কেও কেও কি?
- **ড্রাইভার ঃ** কেও কেও আবার মটরযানটাকে চালাবার জন্য ইঞ্জিনটাকে বদলে ফেলার কথা বলছে।
- **মালিক ঃ** সর্বনাশ! ওরা লিক সাড়াতে, নাটবল্টু লাগাতে, তার জোড়া আর সিট সাড়তে যতোই দাবি তুলুক– কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সাবধান। *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের থেকে সাবধান। যারা মটরযানটাকে চালু করার চিন্তা করছে, যারা নতুন ইঞ্জিন বসাতে চাইছে– তাদের থেকে সাবধান। ওরা সর্বনাশ করে ফেলবে। এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বলো ড্রাইভার, তুমি পারবে কি না?

- **ড্রাইভার ঃ** হে হে হেহ্। কি-যে বলেন হুজুর! আমি পারবো না, এটা কথা হলো? আমি ড্রাইভার। আমার হাতেই সব ক্ষমতা। *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের যেভাবে ব্যবস্থা করা দরকার, করে ফেলবো। এক্ষুণি ডাকছি আমার বন্ধুদের।
- **মালিক ঃ** হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি সব ঠিক করো। আমি চললাম।

[মালিকের প্রস্থান। ড্রাইভার হাততালি দেবে। একে একে মঞ্চে প্রবেশ করবে সামরিক অফিসার, রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় গুরু।]

- **ড্রাইভার ঃ** আপনাদের সবাইকে আমার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, মটরযানের পরিবেশ ভালো নয়। আমার মালিক খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। মটরযানের যাত্রীরা শ্লোগান দিচ্ছে, মিছিল করছে, ইঞ্জিন বদলাতে চাইছে; যানটাকে চালাতে চাইছে। তাই, আপনাদের যার যার কাজ, আবার ভালো মতো শুরু করতে হবে। জনাব সামরিক অফিসার সাহেব–
- **সামরিক অফিসার ঃ** *[মাটিতে পা ঠুকে]* ইয়েস স্যার।
- **ড্রাইভার ঃ** আপনি প্রস্তুত থাকুন। যে কোন বিপদজনক পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকুন। অবস্থা বেগতিক দেখলেই, আপনার কাজ আপনি করবেন, ও কে?
- **সামরিক অফিসার ঃ** *[স্যালুট দিয়ে]* ইয়েস স্যার। *[প্রস্থান]*
- **ড্রাইভার ঃ** জনাব রাজনৈতিক নেতা– আপনাকে ভালো ভাবে মাঠে নামতে হবে। কতগুলো *[দাঁত কিরমির করে]* বদমাশ, যাত্রীদের দৃষ্টিটাকে ইঞ্জিনের দিকে ফেরাতে চাইছে। আপনি তাড়াতাড়ি চাকা পাংচার, নাটবল্টু আর ছেঁড়া তারের দিকে ওদের দৃষ্টিটাকে ফেরান। যান, তৈরি হয়ে নেমে পড়ুন।
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** আপনার ইচ্ছা পূরণ হবে স্যার। তবে, আমি ভাবছি– *[ইতস্তত করবে]*
- **ড্রাইভার ঃ** ভাবছেন! কী ভাবছেন?
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** ভাবছি, এবার নতুনভাবে এগুতে হবে। নইলে যাত্রীরা আমাকে *[ড্রাইভারের প্রতি ইঙ্গিত করে]* আপনার লোক সন্দেহ করতে পারে। তাই ভাবছি– আপনার বিরুদ্ধে দু'চারটি লোকদেখানো কথা বলে *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের পক্ষে রাখবো।
- **ড্রাইভার ঃ** ওহ্, চমৎকার। আপনি তাই-ই করুন।
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** ধন্যবাদ স্যার। *[সালাম জানিয়ে প্রস্থান]*
- **ড্রাইভার ঃ** পবিত্র ধর্মীয় গুরু সাহেব– আপনি হলেন শেষ ভরসা। *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের শান্ত করতে আপনার মতো জুড়ি আর কারও নেই। নেমে পড়ুন আপনিও। ওয়াজ করুন, ইসলামী জালসা করুন, মাঝে মাঝে মহাসম্মেলন করুন।
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** মাশা আলাহ। মাশা আলাহ। আপনাদের দীর্ঘজীবন কামনা করে, হেঃ হেঃ, এ বান্দা সারা জীবন কাজ করে আসছে। আজকে আপনাদের বিপদের মুখে, হেঃ হেঃ হেহ্, আমি বসে থাকতে পারি না। কারণ– আপনার বিপদ, আমারও বিপদ। তাই আমি *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের গরম রক্ত ঠাণ্ডা করতে, এমন আফিম গেলাবো যে– স-ব ঝিমিয়ে যাবে। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি।
- **ড্রাইভার ঃ** দাঁড়ান। টাকাটা নিয়ে যান।

[ড্রাইভার টাকার বাণ্ডিল দেবে। খুঁশিতে ডগমগ হয়ে ধর্মীয় গুরুর প্রস্থান। অত:পর ড্রাইভারেরও প্রস্থান।]

---------- ০ ----------

।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

(দৃশ্য চরিত্র ঃ ড্রাইভার)

[মঞ্চের নেপথ্যে অথবা দর্শকের মাঝ থেকে সমবেত স্লোগান উঠবে।]

স্লোগান ঃ দুনিয়ার যাত্রী----------------- এক হও এক হও
যানের চাকা যানের চাকা ---- সাড়তে হবে সাড়তে হবে
ছেঁড়া তার ছেঁড়া তার -------- জুড়ে দাও জুড়ে দাও
নাটবল্টু নাটবল্টু ------------- লাগাতে হবে লাগাতে হবে
যানের ইঞ্জিন যানের ইঞ্জিন---- সাড়তে হবে সাড়তে হবে

[এবারে মঞ্চকে জনসভার স্টেজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। মঞ্চে মাইক্রোফোনসহ মাইকের স্ট্যান্ড থাকবে। বক্তব্য রাখার জন্য ড্রাইভারের প্রবেশ।]

- **ড্রাইভার ঃ** প্রিয় যাত্রী ভাই বোনেরা, আস্‌সালামুআলাইকুম। আপনাদের উন্নয়নের স্বার্থে, আমাকে আপনারাই ড্রাইভার নির্বাচিত করেছেন। আমি ড্রাইভার হবার পরে– আপনাদের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বিগত ড্রাইভাররা যা পারেনি, মহান করুণাময় আলাহর রহমতে, আমি আপনাদের জন্য তা করেছি। আজকে, যাত্রীদের কোন সমস্যা নেই। তারা সুখে-শান্তিতে অবস্থান করছেন। আমি ড্রাইভারের ক্ষমতায় আসার পর, আসনের রং পাল্টে দিয়েছি। এক'শ চুয়ালিশটি ছিদ্র ওয়ালা চাকার– এক'শটি ছিদ্র বন্ধ করেছি। ভালো নাটবল্টু লাগাবার জন্য, বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এনেছি। ছেঁড়া তারের কভার, বদলে দিয়েছি। মটরযানের রং চটে গিয়েছিল, আমি তা নতুন করে ডিস্টেম্পার করেছি। আমি যাত্রী এবং মটরযানের, এমন উন্নয়ন ঘটিয়েছি, যা দেখে বিদেশি মটরযানওয়ালারা ভূঁয়শী প্রশংসা করেছে। তারা আমাকে, তাদের মটরযান সফর করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

প্রিয় যাত্রীরা আমার। শুধু তাই নয়, আমি আপনাদের এবং যানের উন্নয়নকল্পে, তাদের কাছে সাহায্য চেয়েছি। তারা আমাদের অগ্রগতিতে সন্তুষ্ট হয়ে, পাঁচ'শ তিন কোটি ডলার ঋণ দিতে সম্মত হয়েছে। বিশ্বের দরবারে আজ আমরা, মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস অর্জন করেছি।

প্রিয় যাত্রীরা– আমাদের এই উন্নয়নে, একশ্রেণীর যাত্রীরা, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায়, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য মেতে উঠেছে। তারা সারা বিশ্বের দরবারে, আমাদের হেয় করতে চায়। তারা এই ড্রাইভারের উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। ওদের থেকে সতর্ক থাকুন। ওরা আপনাদের শান্তিতে থাকতে দিতে চায় না। ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে।

মটরযানের ভাইয়েরা আমার। জানি, এই যানের উন্নয়ন আপনারা চান। তাই আপনারা অনেক ধৈর্য্যধারন করে আছেন। আরও ধৈর্য্য ধরতে হবে। আপনাদের, যানের উন্নয়নের জন্য আরও বেশী পরিশ্রম করতে হবে। প্রিয় যাত্রীরা, আপনাদের উন্নয়নে ড্রাইভারের পক্ষ থেকে, আরও কিছু করার জন্য, কতোগুলি যুগান্তকারী নতুন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এসমস্ত পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে– অবিলম্বে চাকার লিক মেরামতের জন্য আরও কিছু ছিদ্র বন্ধ করা, রং করে নাটবল্টু লাগানো, তারের কভার বিদেশি কভারে মুড়ে দেওয়া, সিটে নতুন করে বার্ণিশ লাগানো। আশা করি এতে আপনাদের ঐতিহাসিক উন্নতি ঘটবে।

আপনাদের ওপর গভীর আস্থা রেখে বিদায় নিচ্ছি। খোদা হাফেজ। মটরযান– জিন্দাবাদ।

[ড্রাইভারের প্রস্থান। এরপরেই নেপথ্যে অথবা দর্শকদের মধ্য থেকে স্লোগান উঠবে। স্লোগান শেষ হতেই চতুর্থ দৃশ্য শুরু হবে।]

স্লোগান ঃ দুনিয়ার যাত্রী----------------------- এক হও এক হও
মটরযানকে মটরযানকে ------------ সাড়তে হবে সাড়তে হবে
ইঞ্জিনকে ইঞ্জিনকে ----------------- বদলাতে হবে বদলাতে হবে
মটরযানকে মটরযানকে ------------ চালাতে হবে চালাতে হবে
ড্রাইভারের গদিতে ----------------- আগুন জ্বালো একসাথে
ড্রাইভার যদি বাঁচতে চাও ----------- মটর ছেড়ে চলে যাও

----------- ০ ----------

।। চতুর্থ বা শেষ দৃশ্য ।।

(দৃশ্য চরিত্র ঃ মালিক, ড্রাইভার, সামরিক অফিসার, রাজনৈতিক নেতা ও ধর্মীয় গুরু)

[মঞ্চে উত্তেজিতভাবে মালিক প্রবেশ করবে। উত্তেজিত পাঁয়চারির পর চিৎকার করে ডাকবে–]

- **মালিক ঃ** রাজনৈতিক নেতা কোথায়? *[রাজনৈতিক নেতার প্রবেশ]*
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** এ- এই যে স্যার। কি হয়েছে স্যার?
- **মালিক ঃ** কি হয়েছে মানে! মিছিল দেখতে পাচ্ছেন না? স্লোগান শুনতে পাচ্ছেন না?
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** ও, কিছু না স্যার। ওগুলোর মুটামুটি নেতৃত্ব তো, আমিই দিচ্ছি।
- **মালিক ঃ** আপনি দিচ্ছেন? তাহলে ওরা ইঞ্জিন বদলাতে চাইছে কেন? যান চালানোর কথা বলছে কিভাবে?
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** না, মানে। ও-ওগুলো অবশ্য আমি শিখাইনি ওদের। কতগুলো কম্যুনিস্ট– ঐ কথাগুলো ওদের শিখাচ্ছে। হেঃ হেঃ তাতে অসুবিধা নেই স্যার। কারণ, আসলে আন্দোলনের নেতা হিসেবে– যাত্রীরা আমাকেই ফলো করে। দু'চারটে কম্যুনিস্ট, ওসব কথা শিখিয়ে কিছুই করতে পারবে না। নেতৃত্ব ওদের হাতে না থাকলে, ওসবে কোন লাভ নেই।
- **মালিক ঃ** হু। কিন্তু সাবধান। নেতৃত্ব বা যাত্রী সমর্থন যেন, ওদের হাতে চলে না যায়। খু-ব ভালোভাবে লক্ষ্য রাখবেন।
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** অ-অবশ্যই স্যার। আমি শুধু ড্রাইভারের বিরুদ্ধে কথা বলে, *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* সবাইকে হাতের মুঠোয় রেখেছি। মূল বক্তব্য হাজির করেছি– *[এই অংশে জনসভায় বক্তব্য রাখার মতো হাত নাচিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক নেতা কথা বলবে। দর্শকদের জনসভার দর্শক মনে করা হবে।]* ব্যর্থ ড্রাইভার আজও পর্যন্ত সিট-নাটবল্টু-তার-যানের এবরো থেবরো জায়গাসহ লিক মেরামত করতে পারেনি। তাই এ সমস্যা সমাধানের পথ– আন্দোলন। ঐক্যবদ্ধভাবে এই দাবিগুলো আদায় করার জন্য, ড্রাইভারের আসনের কাছে অবস্থান ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। বলেছি– এ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত, যাত্রীরা অব্যাহতভাবে তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাবে।

- **মালিক ঃ** বেশ বুঝলাম। কিন্তু ইঞ্জিনের দিকে দৃষ্টি ফেরানোর লোক যখন রয়েছে– তখন আপনাকে আরও কৌশলী হতে হবে। প্রয়োজনে– ইঞ্জিনের কথা, 'ওরা' যেভাবে বলে, আপনাকেও সেভাবে বলতে হবে। তবে এক্ষুণি নয়, পরে। বুঝেছেন তো?
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** ঠিক আছে স্যার। তাই হবে।
- **মালিক ঃ** বেশ। কাজে নেমে পড়ুন। আর হ্যাঁ– *[পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে]* এই টাকাগুলো রাখুন। সংগঠনের খরচের জন্য টাকাটা নিয়ে যান। পরে আরও নেবেন। এখন ধর্মীয় গুরুকে পাঠিয়ে দিন।
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** দিচ্ছি স্যার।

  [সালাম জানিয়ে রাজনৈতিক নেতার প্রস্থান। এরপর মালিক মঞ্চে পাঁয়চারি করতে করতে পাইপে আগুন ধরাতে উদ্যত হবে। ঠিক তখন নেপথ্যে বা দর্শকদের মাঝ থেকে স্লোগান উঠবে। স্লোগান চলা পর্যন্ত মালিক ফ্রিজ হয়ে থাকবে।]

স্লোগান ঃ দুনিয়ার যাত্রী ----------------- এক হও এক হও
মটরযানের চেহারা নয় -------- ইঞ্জিনের বদল চাই
নাট-চাকা মেরামত নয় -------- ইঞ্জিনের বদল চাই
দালালদের রক্ষা নাই ---------- মটরযানকে চালাতে চাই
ড্রাইভারের পতন চাই --------- মটরযানের মালিকানা চাই

[মালিকের ফ্রিজ ভেঙে যাবে এবং সে প্রচণ্ড ক্রোধে জোরে জোরে পায়চারি করবে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ধর্মীয় গুরুর প্রবেশ।]

- **মালিক ঃ** কি খবর গুরু সাহেব? আপনাদের চেষ্টায় তো কোন কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না! যাত্রীদের চোখ-কানগুলো সব খুলে যাচ্ছে! আপনারা করছেন কি? উহ্, সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না– আপনাদের কাজ এগুচ্ছে না কেন?
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** নাউজু বিলাহ। কী যে বলেন হুজুর! আমার কাজ এগুচ্ছে না মানে? এক'শ বার এগুচ্ছে। ত-বে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে– ওই নাস্তিকগুলোকে নিয়ে। ব্যাটারা আমার এলেমের ফতোয়াগুলোকে চুরমার করে দিচ্ছে। আমি যতোই– যাত্রীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে আলাহর ধ্যানে মশগুল রাখতে চাই, যতোই দুনিয়া থেকে দৃষ্টি ফেরাতে চাই– ততোই ওরা আপনার শোষণের কথাগুলো ফাঁস করে দিয়ে ঝামেলা বাঁধায়।
- **মালিক ঃ** কেন? ওদের বোঝাতে পারেননি– আলাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন ধৈর্য্য ধারন করার জন্য, শত বিপদ-আপদে ধৈর্য্য ধারন করার জন্য, এবাদৎ-বন্দেগী করার জন্য।
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** ব-লেছি তো হুজুর। *[চোখ বড় বড় করে]* জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছি। *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* ওদের গরীব থাকতে বলেছি। বলেছি–

  [এবারে বিশাল ইসলামী জালাসায় ওয়াজ করার মতো দর্শকদের উদ্দেশ্যে] পেয়ারা বান্দারা আমার– আলা আপনাদের মতো সুখহীন-শান্তিহীন গরীব বান্দাকে বেশী ভালবাসেন। আপনারা– ধনীদের থেকে সত্তর (৭০) বছর আগে বেহেস্তে যাবেন। আপনাদের উপর *[আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে]* তার রহমত বর্ষিত হউক। বলুন– সোবহানালাহ্।

  বলেছি– *[এবারে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখার মতো করে]* বান্দারা আমার– আপনারা, এখন থেকে ধ্যানে মশগুল হয়ে যান। নামাজ পড়ুন, রোজা রাখুন। এবাদত করে *[আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে]* তার সন্তুষ্টি লাভ করুন। শয়তান থেকে দূরে থাকুন।
- **মালিক ঃ** এই বেহেস্তের সুখ-শান্তির কথা কি ওরা জানে?

- **ধর্মীয় গুরু ঃ** জানলেও ক্ষতি নেই হুজুর। কারণ– *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওদের আমি বুঝিয়েছি– *[দর্শকদের উদ্দেশ্য করে]* তোমরা ধন-সম্পদের দিকে তাকিও না। কারণ– *[আকাশের দিকে দেখিয়ে]* আমার প্রভু, লোভীদের পছন্দ করেন না।
- **মালিক ঃ** বেশ বেশ, যথেষ্ট। কথা হচ্ছে– *[পকেট থেকে টাকার বাণ্ডিল বের করে]* এই টাকা নিন। নিয়ে যান, দিকে দিকে আরও বেশী করে কাজ চালান। প্রয়োজনে আমি আরও অর্থ দিয়ে হাজার হাজার মসজিদ গড়ে দেবো। দামী পাথর আর রং-চং করে– এমন করে দেবো যে– যাত্রীরা তা-ক্ লেগে ধর্ম-কর্ম করবে। কী বলো অ্যাহ্, হেঃ হেঃ হেঃ।
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** জ্বে হুজুর, জ্বে। সব ঠিক।
- **মালিক ঃ** তবে শুনুন। আপনি একা এসব করলেই হবে না। হিন্দু আর খ্রিস্টানদেরও একইভাবে ধর্মান্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধাতে হবে। তাই পাদ্রীসাহেব আর ঠাঁকুরবাবাজীকে ভালো মতো কাজ করতে বলবেন; এবং যখন যা টাকার দরকার– নিয়ে যেতে বলবেন, ও-কে–
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** মাশা লাহ, মাশালাহ। আমি এক্ষুণি যাই। আস্সালামো আলাইকুম। *[প্রস্থান]*
- **মালিক ঃ** ওয়ালাইকুম অস্ সালাম।
  [ধর্মীয় গুরুকে বিদায় দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই নেপথ্যে বা দর্শকদের মাঝ থেকে স্লোগান উঠবে। স্লোগান পর্যন্ত মালিক ফ্রিজ থাকবে।]

স্লোগান ঃ দুনিয়ার যাত্রী ------------------- এক হও এক হও
ধর্মের নামে ভণ্ডামি -------------- চলবে না চলবে না
মালিকের দালালেরা ------------- হুঁশিয়ার সাবধান
মটরযানের চেহারা নয় ----------- ইঞ্জিনের বদল চাই
মালিকের পতন চাই ------------- ড্রাইভারের ফাঁসি চাই
মটরযানের আসল মালিক -------- যাত্রী যাত্রী
মটরযান চলবে ----------------- স্টেশনে পৌঁছুবে
বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই --------- এ লড়াই বাঁচার লড়াই
দুনিয়ার যাত্রী ------------------- এক হও এক হও

[মালিকের ফ্রিজ ভেঙে যাবে এবং চিৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করবে।]

- **মালিক ঃ** ড্রাইভার, রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার, ধর্মীয় গুরু– কোথায় আপনারা?
  [একে একে ড্রাইভার, রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার ও ধর্মীয় গুরুর প্রবেশ। সামরিক অফিসার সামরিক কায়দায় প্রবেশ করবে এবং স্যালুট দিয়ে সামরিক কায়দায় দাঁড়াবে।]
- **মালিক ঃ** কি ব্যাপার? আপনারা তো কেউ সফলতা অর্জন করতে পারছেন না! বলুন কেন?
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** হুজুর, যাত্রীরা কথা শুনছে না। 'ওরা' প্রভুর বাণী শুনছে না। ওরা শয়তান নাস্তিকগুলোর কথামত আমাদের ধ্বংস করার জন্য ভয়ঙ্করভাবে তৈরি হচ্ছে।
- **মালিক ঃ** রাজনৈতিক নেতার কি বক্তব্য?
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** স্যার, আমি বিশাল বিশাল যাত্রীসমাবেশে বক্তব্য রাখছি। কিন্তু, যা করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে না! যাত্রীরা কেমন করে যেন সব বুঝে ফেলছে! 'ওরা' বুঝে ফেলছে– মটরযান চলছে না। এর ইঞ্জিন পাল্টাতে হবে, ড্রাইভার বা চাকা নয়। 'ওরা' মটরযানের মালিক হতে চাইছে স্যার। 'ওরা' সমাজতন্ত্রীদের খপ্পরে পড়েছে স্যার। 'ওরা' সব তৈরি হচ্ছে স্যার।

- **সামরিক অফিসার ঃ** আমি 'ওদের' থামাবার জন্য পুলিশ এবং আমার বাহিনী দিয়ে লাঠিচার্জ করিয়েছি, টিয়ারগ্যাস চালিয়েছি, গুলি চালিয়েছি, গ্রেফতার করেছি– তবু, তবু থামাতে পারছি না স্যার।
- **মালিক ঃ** ড্রাইভার সাহেব– এবার আপনি কিছু বলুন।
- **ড্রাইভার ঃ** হুজুর, আমি তো সবদিকে টাকা খরচ করে, লোক লাগিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওদের থামানো যাচ্ছে না। 'ওরা' শুধু আমার পতন চায় না, আপনারও পতন চায়।
- **মালিক ঃ** হুঁ, বুঝেছি। আমি সব বুঝেছি। সর্বনাশের সময় এসেছে। কিন্তু অতো সহজ নয় আমার ক্ষতি করা। সহজ নয় মটরযানের মালিকানা আর বেহেস্তের মালিকানা কেড়ে নেওয়া।
  তোমরা তো জানো– যুগ যুগ ধরে এই মালিকানা কিভাবে বজায় রেখেছি। এক সময়ের পূর্ব-পুরুষ থেকে পরিচিত ছিলাম– দাসের মালিক বলে। তারপর জমির মালিক– জমিদার। আর এখন– *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* যাত্রীদের সমস্ত পুঁজির মালিক– পুঁজিপতি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ -----------। আমরা এই পাঁচ জনের মতো আজীবন ধরে *[দর্শকদের]* ওই পঁচানব্বই জনের ওপর আধিপত্য বজায় রেখে আসছি। আজও থাকবে সে আধিপত্য। আমি সে ব্যবস্থাই করছি। ড্রাইভার–
- **ড্রাইভার ঃ** জ্বী হুজুর।
- **মালিক ঃ** আপনি আপনার আসনে চলে যান। গিয়ে বসে থাকুন। যান–
  [ড্রাইভারের প্রস্থান।]
- **মালিক ঃ** সামরিক অফিসার সাহেব–
- **সামরিক অফিসার ঃ** *[সামরিক কায়দায় পা ঠুকে]* ইয়েস স্যার।
- **মালিক ঃ** আপনি আজ রাতে, ড্রাইভারকে গুলি করে হত্যা করে, তার আসনে বসে যান। সামরিক আইন জারি করে দিন। আর যাত্রীদের বলে দিন– একটি ব্যর্থ-অকর্মন্য-অযোগ্য ড্রাইভারকে সরিয়ে যাত্রীদের উন্নতিকল্পে, আপনি ড্রাইভার হয়েছেন। ওই ড্রাইভার যাত্রীদের কোন উন্নতি করতে পারেনি। এবার থেকে আপনি তা করার– যতো প্রতিশ্রুতি আছে– দেবেন। আপাতত যাত্রীদের কয়েক বছরের জন্য থামিয়ে রাখুন। যান–
  [স্যালুট দিয়ে সামরিক অফিসারের প্রস্থান।]
- **মালিক ঃ** রাজনৈতিক নেতা সাহেব– আপনার পালা আরও তিন বছর পর। এই তিন বছর– আপনি যাত্রীদের সাথে থাকবেন। কারণ, এটা না করলে– আপনি যে আমার লোক, সেই সন্দেহ দূর হবে না। আপনাকে তাই যাত্রীদের সাথে মিশে থাকতে হবে। এই ক'বছরে সামরিক অফিসারের ভাঁওতামী যাত্রীরা বুঝে ফেলবে। আবার আন্দোলন করবে। কিন্তু সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাকে। আপনি– ড্রাইভার বদলের জন্য আন্দোলন করবেন। ছেঁড়া তার, নাটবল্টু, চাকা ইত্যাদি মেরামতের জন্য দাবি তুলবেন। প্র-য়ো-জ-নে--ওই কমিউনিস্টরা যা বলে, আপনিও তা বলবেন। মনে রাখবেন– কথা বলে যাত্রীদের ভুলিয়ে, আপনাকে নেতৃত্বে থাকতে হবে।
- **রাজনৈতিক নেতা ঃ** কিন্তু, কমিউনিস্টদের মতো কথা বললে, পরে অসুবিধা হয়ে যাবে না তো?
- **মালিক ঃ** আরে না না। অসুবিধা হবে কেন? আসলে আপনি তো আর *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওই পঁচানব্বই জনের একজন নন। আপনি হলেন আমার প্রতিনিধি। আপনি 'ওদের' মতো দরকার হলে বলবেন। বলে ক্ষমতা– মানে ড্রাইভারের আসন আপনাকে নিতে হবে। তারপর আপনি ড্রাইভার হলে, পাঁচ-সাত বছর ধরে উন্নতির কথা বলে– শুধু মটরযান রং-চং করে, নাটবল্টু পাল্টিয়ে, দরকার হলে ইঞ্জিনে একটু রং-চং করে তেল দিলেই হবে। ঠিক কেটে যাবে সময়।
  যান। আপনি এখন থেকেই লেগে যান। তাড়াতাড়ি আপনাকে লাগতে হবে। কারণ, সামরিক অফিসার ড্রাইভার হয়েছে বন্দুক দিয়ে, আর আপনাকে হতে হবে যাত্রীদের ইচ্ছায়– ভোটে। যান–
  [সালাম জানিয়ে রাজনৈতিক নেতার প্রস্থান।]

- **ধর্মীয় গুরু ঃ** এহ্ হে, আমি কি করবো হুজুর?
- **মালিক ঃ** আপনি কি করবেন জানেন না? আপনি আগেও যা করতেন, এখনও তাই-ই করবেন। আপনার কাজ– যতোদিন আমি থাকবো, যতোদিন এই মটরযানের ইঞ্জিন থাকবে– ততোদিন চলবে।
[মালিক ফ্রিজ হয়ে যাবে]
- **ধর্মীয় গুরু ঃ** মাশা আলাহ। মাশালাহ্। ঠি-ক বলেছেন হুজুর। আমি আর আমার কাজ চলবে অ-নে-ক দিন। *[দর্শকদের ইঙ্গিত করে]* যাত্রীদের দুঃখ-কষ্ট বাড়বে, কিন্তু আমার তা হবে না। আমি শুধু দুঃখের বোঝায় ভারাক্রান্ত যাত্রী-জীবনগুলোকে, পরলৌকিক সুখের কথা বলে প্রবোধ দেবো। বলবো, খোদা তোমাদের কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করছেন, সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস রাখলেই– স-ব সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। 'ওদের' আমি শুধু 'বিশ্বাসের আফিম' দিয়ে নির্জীব করে দেবো। 'ওরা' যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে স্বর্গ আর নরকের আতঙ্কে মগ্ন থাকবে– যখন 'ওদের' চোখের আলো নিভে যাবে, ভুলে যাবে জন্মগত অধিকার– হুহ্ হুহ্ হাঃ হাঃ হাঃ ------------, আর তখনই তো *[ফ্রিজ হয়ে থাকা মালিকের আপাদ-মস্তক ইঙ্গিত করে]* আপনি এ পৃথিবীর স-ম-স্ত কিছুর অধিকারী হতে পারবেন। *[দর্শকদের দেখিয়ে]* ওদের গোলাম বানিয়ে রাখতে পারবেন।
মাশালাহ্, *[আকাশের দিকে দু'হাত তুলে]* তোমার নামে কী অসীম ক্ষমতা, হিহ্ হিহ্ হিহ্ হেহ্ হেঃ হেঃ হাঃ হাঃ হাঃ ----------- ।
[হাসতে হাসতে ধর্মীয় গুরুও ফ্রিজ হয়ে যাবে। নেপথ্য থেকে গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসবে। নেপথ্য কণ্ঠ চলা পর্যন্ত মালিক ও ধর্মীয় গুরু ফ্রিজ থাকবে।]

- **নেপথ্য কণ্ঠ ঃ** আবহমান কাল ধরে গণমানুষ এভাবেই হচ্ছে শোষিত। শোষণযন্ত্রণার দগদগে ঘা থেকে উন্মোচিত হচ্ছে শোষকের স্বরূপ। জেগে উঠছে প্রতিবাদ, গড়ে উঠছে জনতার দৃঢ় ঐক্য। আর ডাক আসছে যুদ্ধের ----------
[এ অবস্থায় সামঞ্জস্যপূর্ণ গণসঙ্গীতের মিউজিক বা গানের দু-এক প্যারা বাজবে। প্রদর্শিত নাটকগুলোতে ভূপের হাজারিকার 'আয় আয় ছুটে আয়, সজাগ জনতা, রামের দেশেতে রাবন বধিতে– যায় যদি জীবনটা যাক না' বাজানো হয়েছিল। এর সাথেই শেষ হবে দৃশ্য।]

------------ সমাপ্ত -----------

সংযুক্তি কথা ঃ

আগেই বলা হয়েছে এই পথনাটকটি রচনা করা হয়েছিল জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের সময় ১৯৮৩ সালে। ভয়াবহ এক বৈরি সময়ের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এটি গেরিলা কায়দায় পাবনা শহরের প্রায় অর্ধ শতাধিক স্পটে প্রদর্শন করা হয়েছিল। পথে-প্রান্তরে ছাড়াও নাটকটি উলেখযোগ্য যে সব স্থানে মঞ্চায়ন করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তন (১০ আগস্ট ১৯৮৪), পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউট মঞ্চ (১০ জানুয়ারি ১৯৮৬), পাবনা স্টেডিয়াম গেট (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭), পাবনা লাইব্রেরি বাজার মোড় (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭), পাবনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার পাদদেশ (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭), পাবনা প্রেসক্লাব মিলনায়তন (১৬ মে ১৯৮৭) এবং পাবনা বনমালী ইনস্টিটিউট মঞ্চ (১০ নভেম্বর ১৯৮৯)। বাংলাদেশ

গণশিল্পী সংস্থা পাবনা আঞ্চলিক কমিটির ব্যানারে নাটকটি মঞ্চায়ন করা হয়। এসব মঞ্চায়ন সেসময় ব্যাপকভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নাটকটির কারণে এরসঙ্গে যুক্তদের নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তিনজন সাংস্কৃতিক সংগঠককে জেলেও যেতে হয়। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের এ ধরনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচি ওই সময় পাবনায় এক বিশেষ গণজাগরণমূলক প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। যা পরবর্তীকালে (১৯৯০ সালে) এরশাদ পতন আন্দোলনের শক্তিভিত হিসেবে কাজ করে।

যারা অভিনয় করেছিলেন–

'উন্মোচন' পথনাটকে যারা অভিনয় করেছিলেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, ইজিবর রহমান (বর্তমানে সরকারি চাকরিজীবী), গণেশ দাস (বর্তমানে নাট্যসংগঠক ও পেশায় ব্যবসায়ী), মোহাম্মদ আলী (বর্তমানে চাকরিজীবী), হাফিজুর রহমান কাজল (বর্তমানে চাকরিজীবী), মিজানুর রহমান (বর্তমানে চাকরিজীবী), রেজানুর রহমান রোজ (বর্তমানে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা), সমজিৎ পাল (বর্তমানে কৃষি বিশেষজ্ঞ), নুর-উজ-জামান খোকন (বর্তমানে হোমিও চিকিৎসক), সাব্বির আহমেদ খান লেনিন (বর্তমানে মটরোলা'র বাংলাদেশস্থ কান্ট্রি ডিরেক্টর), মতিনুল হাসান মতিন (সমাজ সংগঠক), নাজমুল হক মন্টু (ব্যবসায়ী), আশারাফুল ইসলাম দাউদ (চাকরিজীবী), খালেদ হাসান মিলন (সমাজকর্মী), ভাস্কর চৌধুরী (সাংস্কৃতিক সংগঠক), মোসফেকা জাহান কণিকা (বিশিষ্ট আইনজীবী) এবং আবুল হোসেন খোকন (লেখক-সাংবাদিক, কলামিস্ট)।

যাঁরা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন–

পথনাটকটি প্রদর্শনের সময় বিভিন্নভাবে যাঁরা ভূমিকা রেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক শিবজিত নাগ (শিক্ষাবিদ), ডা: ইলিয়াস ইফতেখার রসুল (চক্ষু বিশেষজ্ঞ), ডা: মনোয়ার-উল-আজীজ (দন্ত বিশেষজ্ঞ), ডা: রাম দুলাল ভৌমিক (চিকিৎসক), শামসুল আলম বকুল (বিশিষ্ট অভিনেতা), রাশেদুর রহমান রঞ্জু (বর্তমানে একটি ওষুধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা), মুকুল আহমেদ (ব্যবসায়ী), অমল সাহা (ব্যাংক কর্মকর্তা), শুচি সৈয়দ (কবি ও সাংবাদিক) কামাল আহম্মেদ (কবি), শ্যামল দাস (সদ্য প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী), উত্তম দাস (সঙ্গীত শিল্পী), মনিকা সুলতানা (বর্তমানে চাকরিজীবী), উজ্জ্বল কুমার সাহা (চাকরিজীবী), সাইফুল হক লিটন (সাংবাদিক), জয়ন্ত দত্ত (শিক্ষক), কণিকা দত্ত (ব্যাংক কর্মকর্তা), রুচিরা সুলতানা (বর্তমানে চাকরিজীবী), সুবহানী বাবু (সাংবাদিক), আলমগীর হোসেন (চাকরিজীবী), শিপ্রা ভৌমিক (গৃহিনী), বকুল ভৌমিক (গৃহিনী), বিপব ভৌমিক (সাংস্কৃতিক সংগঠক), সেতারা সুলতানা সেতু (গৃহিনী), শামীম আহমেদ (চাকরিজীবী), মাতোয়ারা ইয়াসমিন খুশী (গৃহিনী), হোসনে আরা বেবী (গৃহিনী), মীর্জা আজাদ (সরকারি কর্মকর্তা), ইয়াসীন আলী মৃধা রতন (ব্যবসায়ী), কোবাদ আলী (নাট্যাভিনেতা), ইন্দ্রানী সোমা দত্ত (সংস্কৃতিকর্মী), বৃত্বা রায় দীপা (বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত), অঞ্জন রায় (সাংবাদিক), নুরুল আলম সিদ্দিকী পিয়াল (আইনজীবী), সাদিকুল হাসনাত জিসান (চাকররিজীবী), মনির হোসেন (ব্যবসায়ী), আবদুল বাতেন আলোক (চাকুরিজীবী), নাজিম উদ্দীন সরদার খোকা (ব্যবসায়ী), শামীম আহম্মেদ বাবু (ব্যবসায়ী)।

ইতি–
নাট্যকার
১৮ এপ্রিল ২০০৮
ঢাকা, বাংলাদেশ।